বি.পি. ফরম নং - ২৭
বাংলাদেশ ফরম নং - ৫৩৫৬

প্রাথমিক তথ্য বিবরণী

[নিয়ন্ত্রণ নং - ২৪৩]

মোঃ জেলাল উদ্দিন
বিপি নং-৮১০৫০১৩১২
পুলিশ পরিদর্শক (নেসত্ত)
উজিরপুর মডেল থানা, বরিশাল।
মোবাইলঃ ০১৭২১-৪২৯৪৯০

থানায় পেশকৃত ফৌজদারী বিধান কোষের ১৫৪ নং ধারায় ধর্তব্য অপরাধ সংক্রান্ত প্রাথমিক তথ্য

উপজেলা উজিরপুর জেলা বরিশাল

নং ২৮/২২৬ ঘটনার তারিখ ও সময় ২২/০৯/১৮ ইং

রাত্র অনুমান ২০:৪০ ঘটিকার সময়।

পেশ করার তারিখ ও সময়	ঘটনার স্থান, থানা হইতে দূরত্ব ও দিক এবং দায়িত্বাধীন এলাকা নং	থানা হইতে প্রেরণের তারিখ
২২/০৯/২০১৮ খ্রী: ২০:৪০ ২৮০৬/২(২)/ডি ২০/৯/১৮	উলোমুলঃ- উজিরপুর মেসার্স কাফি সার্কিলস্থ- কাফি বাজার পুরাতন হালদারের মার্কেট দিঃ আঃ বরাবর থানা হইতে দূরত্ব অনুমান ১৯ কিঃমিঃ উত্তর পশ্চিম কোনে। জোন নং ২৭ ইউপি নং III (উজিরপুর)	২২/০৯/২০১৮ পুলিশ সুপার/অতিঃ পুলিশ সুপার (প্রশাসন ও অপরাধ) তদন্ত তদারকী করিবেন এবং তদারকী প্রতিবেদন দিবেন। ২২/৯/১৮ পুলিশ সুপার বরিশাল।

গভীর রাতে অজ্ঞাত ব্যক্তির থানা মামলায় উপস্থিত হিসাবে গণ্য করিয়া উক্ত সময় পুনঃ কাগজ দং যুক্ত করা হইল।

বিঃ দ্রঃ- প্রাথমিক তথ্য অবশ্যই সংবাদদাতার স্বাক্ষর অথবা টিপসহি সম্বলিত এবং লিপিবদ্ধকারী অফিসার কর্তৃক সত্যায়িত হইতে হইবে।

সংবাদদাতা এবং অভিযোগকারীর নাম ও বাসস্থান/ঠিকানা	আসামীর নাম ও বাসস্থান/ঠিকানা	ধারাসহ অপরাধ এবং লুণ্ঠিত দ্রব্যাদির সংক্ষিপ্ত বিবরণ	তদন্ত চালনার কর্ম তৎপরতা এবং বিলম্বে র তথ্য রেকর্ড করার জন্য কৈফিয়ত	মামলার ফলাফল
(১) মোঃ তাহের বয়মান পাপু (৪২) পিতা মৃত ইয়াগ আলী হাং (২) মোঃ জাকির আলম হাওলাদার পিতা মোঃ (অনিম বয় উত্তরপাড় ডাকা মাদা-উজিরপুর	ধারা: ৩২৩/৩৪১/৩৪২/৩০৭ পেনাল কোড পারকার (যাগপাজাপ পূর্ব-পরিকল্পিত ভাবে ওলি করিয়া হত্যার উদ্দেশ্যে গুরুতর জখম ও লুন ৮:২ পায়ারার অপরাধ।	লিপি-৮১০১০৫০১৩১২ নাম- জেলাল উদ্দিন ই-ফ্রেফিয়ত গভীর রাতে অজ্ঞাত ব্যক্তির থানা মামলায় উপস্থিত হইয়া বিস্তারিত ঘটনা বর্ণনা করিয়া ঘটনার সত্যতা স্বীকার করিয়া ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত করিয়া আসামী তাহের বয়মান পাপুকে গ্রেপ্তার করিয়া আদালতে সোপর্দ করিয়াছে।	মামলা রুজু করিয়া তদন্তের ভার সহকারী পুলিশ সুপার (উজিরপুর সার্কেল) উজিরপুর এর উপর ন্যস্ত করিয়া তদন্ত করিয়া আদালতে চার্জশীট দাখিল করিয়াছে।

(৩) মোঃ আবু সাঈদ বাড়ী (৪৭) পিতা- মৃঃ মোমিন মাঝী সাং নতুনপাড়া থানা-গৌরনদী
(৪) কাজী মোঃ শহিদুল কাজী (৩০) পিতা- মৃঃ সোলায়মান কাজী সাং শিকুয়া
(৫) মোঃ কামরুল আলম (৩৫) পিতা- মোঃ আনিছুর সাং- উজিরপুর
(৬) মোঃ রিপন হাওলাদার (৩৮) পিতা- মৃঃ সফরুক হাওলাদার সাং- উজিরপুর
(৭) মোঃ আলামিন মাঝি (৪৫)

(প্রাথমিক তথ্য নিম্নে লিপিবদ্ধ করা হইবে)

স্বাক্ষর ২২/৯/১৮

পদমর্যাদা পরিদর্শক (নেসত্ত)
বিপি-৮১০১০৫০১৩১২
অফিসার ইনচার্জ
উজিরপুর মডেল থানা, বরিশাল।

নোটঃ- তথ্যের পাদদেশে সংবাদদাতার স্বাক্ষর অথবা টিপসহি থাকিতে হইবে।

বাঃ সঃ মুঃ - ৯৪/৯৫ - ১৫০৬১ জে: ২০,০০০ বই, ১৯৯৪।

ডানের অংশ উপরে ১৮, বাম হাতের বৃদ্ধাঙ্গুল নিচে ১৮ তালি বাজিয়া ওরুতর আঘাত করেন। প্রশ্নের উপস্থিত

শিশির কুমার পাল
বিপি-৭৩০১০৯৩৬৮
অফিসার ইনচার্জ
উজিরপুর মডেল থানা, বরিশাল।

বরাবর

অফিসার ইনচার্জ,
উজিরপুর মডেল থানা,
বরিশাল।

বিষয় ঃ এজাহার।

বাদী ঃ বীর মুক্তিযোদ্ধা সুকলাল হালদার (৬৭) পিতা-মৃত সুধীর রঞ্জন হালদার সাং-বিলগাববাড়ী থানা-উজিরপুর জেলা-বরিশাল।

বিবাদী ঃ ১। মোঃ তাইজুর রহমান পান্নু (৪২) পিতা-মৃত চেরাগআলী হাং ২। মোঃ শাকিল আহম্মেদ রাব্বি (২৫) পিতা-মোঃ সেলিম হাং উভয় সাং-জল্লা থানা-উজিরপুর ৩। মোঃ আবু সাঈদ রাঢ়ী (৪৫) পিতা-মৃত গনি রাঢ়ী সাং-নওয়াপাড়া থানা-গৌরনদী ৪। কাজী মোঃ হুমায়ুন কবির (৫০) পিতা-মৃত সোমেদ কাজী সাং-ধামুরা ৫। মোঃ মামুন শাহ (৩৫) পিতা-মোঃ আনিচ শাহ সাং-জল্লা ৬। সমরেশ বাড়ৈ (৩৮) পিতা- রসরাজ বাড়ৈ সাং-বিলগাববাড়ী ৭। মোঃ জালাল মল্লিক (৪৫) পিতা-মোঃ আবু বক্কর মল্লিক সাং-কাজিসা ৮। মোঃ মঞ্জু খাঁন (৪২) পিতা-মোঃ মোশা খাঁন সাং- মশাং ৯। মোঃ মামুন খাঁন (৩৫) পিতা-মোঃ আকব্বর খাঁন সাং-জল্লা ১০। মোঃ লুৎফর রহমান টিটু (৪২) পিতা-মোঃ ফজলুর রহমান @ কুট্টি মিয়া সাং-জল্লা ১১। মোঃ আলী হায়দার নান্নু (৩৫) পিতা-মোঃ মোতাহার সিকদার সাং-বাহেরঘাট ১২। মোঃ সোহাগ হাং (৩৫) পিতা-মোঃ সেকেন্দার আলী হাং সাং-কারফা ১৩। মোঃ এরশাদ হাং (৩৫) পিতা-মোঃ আমির হাং সাং-জল্লা ১৪। রমনী জয়ধর (৫০) পিতা-মৃত রবি জয়ধর সাং-বিলগাববাড়ী ১৫। মোঃ সাইদুল হাং (৩০) পিতা- মোঃ হালিম হাং সাং-জল্লা ১৬। মোঃ মিথুন হাং (৩০) পিতা-মোঃ সিদ্দিকুর রহমান সাং-জল্লা ১৭। মোঃ লিটন হাং (৩২) পিতা-মোঃ তোতা হাং সাং-বাহেরঘাট ১৮। মোঃ মশিউর রহমান হাং (৩০) পিতা-মোঃ সেকেন্দার আলী হাং সাং-জল্লা, ১৯। অচিন্ত বাড়ৈ (৩০) পিতা-মৃত অবনী ভূষন বাড়ৈ সাং-কুড়ালিয়া ২০। প্রফুল্ল ব্যানার্জী (৫৫) পিতা-মৃত প্রানকৃষ্ণ ব্যানার্জী ২১। হরশীত রায় (৩০) পিতা-গেদু রায় উভয় সাং-কারফা ২২। সুভাষ রায় (৩৫) পিতা-ভক্ত রায় সাং-ভাউধর ২৩। দীপক বালা @ ক্যাবলা (৩০) পিতা-সুমন্ত বালা ২৪। রমেশ হালদার (৫০) পিতা-মৃত চিত্ত রঞ্জন হালদার, ২৫। অনুপম বাড়ৈ (৪২), পিতা-মৃত কালু বাড়ৈ, সর্ব সাং-বিলগাববাড়ী, সর্ব থানা-উজিরপুর ২৬। মোঃ কাওসার সেনিয়াবাদ (৪৫) পিতা-মোঃ ইদ্রিস সেরনিয়াবাদ ২৭। মোঃ মিরাজ সেরনিয়াবাদ (৪০) পিতা-মোঃ সিরাজ সেরনিয়াবাদ উভয় সাং-সেরাল থানা-আগৈলঝাড়া ২৮। মোঃ খাইরুল সিকদার (৩২) পিতা-আফছার উদ্দিন সিকদার ২৯। মোঃ দেলোয়ার সিকদার (৩৫) পিতা-মৃত মুনছুর সিকদার ৩০। মোঃ সুমন হাং (২৮) পিতা-তৈয়ব হাং ৩১। আয়নাল হক @ ভদ্দর (৫৫) পিতা-আফতাব হাং সর্ব সাং-বাহেরঘাট ৩২। আইয়ুব আলী ফরাজী (৫০) পিতা-মৃত কাশেম ফরাজী সাং-জল্লা সর্ব থানা-উজিরপুর সর্ব জেলা-বরিশাল সহ অজ্ঞাত নামা ৭/৮ জন।

সাক্ষী ঃ ১। অশোক হালদার (৩০) পিতা-মৃত অনিল হালদার সাং-বিলগাববাড়ী ২। নিহার হালদার (৩৫) পিতা-মৃত নকুল হালদার সাং-ভাউধর ৩। পঙ্কজ জয়ধর (৩০) পিতা-মৃত আনন্দ জয়ধর ৪। অশোক বিশ্বাস (৩০) পিতা-মঙ্গল বিশ্বাস উভয় সাং-বিলগাববাড়ী ৫। তপন বিশ্বাস (৪০) পিতা-মৃত কৃষ্ণকান্ত বিশ্বাস সাং-কারফা সর্ব থানা-উজিরপুর ৬। খোকন ঢালী (৩০) পিতা-সুখলাল ঢালী ৭। অমিতাব হালদার (২৮) পিতা-ভরৎ হালদার উভয় সাং-মোল্লা পাড়া থানা-আগৈলঝাড়া সর্ব জেলা-বরিশালসহ স্থানীয় আরো বহু সাক্ষী আছে।

২১/৯/১৮
শিশির কুমার পাল
বিপি-৭৩৩১০৯৩৬৮০
অফিসার ইনচার্জ
উজিরপুর মডেল থানা, বরিশাল।

ঘটনার তারিখ ও সময় ঃ ইং ২১/০৯/২০১৮ খ্রিঃ তারিখ রাত্র অনুমান ২০:৪০ ঘটিকার সময়।

ঘটনাস্থল ঃ উজিরপুর থানাধীন কারফা সাকিনস্থ কারফা বাজার সুখলাল হালদারের মার্কেট দিসারী বস্ত্রালয়।

জনাব

বিনীত নিবেদন এই যে, আমি বীর মুক্তিযোদ্ধা সুকলাল হালদার (৬৭) পিতা-মৃত সুধীর রঞ্জন হালদার সাং-বিলগাববাড়ী থানা-উজিরপুর জেলা-বরিশাল থানায় হাজির হইয়া এই মর্মে এজাহার দায়ের করিতেছি যে, আমার ছেলে মৃত বিশ্বজিৎ হালদার নান্টু ৩নং জল্লা ইউনিয়নের নির্বাচিত চেয়ারম্যান। চেয়ারম্যান নির্বাচিত হওয়ার পর আমার ছেলে সমাজের বিদ্যমান মাদকের বিরুদ্ধে অবস্থান গ্রহন করেন এবং সততা ও নিষ্ঠার সাথে সমাজের বিচার-আচার সহ সামাজিক ও উন্নয়ন মূলক কার্যক্রম পরিচালনা করিয়া আসিতেছিল। যার ফলে আমার ছেলে সমাজের মাদক ব্যাবসায়ী ও খারাপ প্রকৃতির লোকদের চক্ষুসুল হয়ে দাঁড়ায়। সমাজে তার রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ তৈরি হয়। উল্লেখিত বিবাদীগন মাদক ব্যবসাসহ সমাজের নানা অপরাধের সাথে জড়িত। আমার ছেলে তাদের এ অন্যায় কাজে বিভিন্নভাবে বাঁধা প্রদান করায় তাহারা আমার ছেলেকে বিভিন্ন সময় খুন জখমের হুমকী প্রদান করিয়া আসিতেছিল। আমার ছেলে অন্যায়ের সাথে আপোষ না করায় উল্লেখিত বিবাদীরা আমার ছেলেকে হত্যা করার পরিকল্পনা করে। এরই ধারাবাহিকতায় ঘটনার দিন ইং ২১/০৯/২০১৮ খ্রিঃ তারিখ রাত্র অনুমান ২০:৪০ ঘটিকার সময় আমার ছেলে উজিরপুর থানাধীন জল্লা ইউপি এলাকার কারফা বাজারের সুখলাল @ কালু হালদারের মার্কেটে অবস্থিত আমার ছেলের কাপড়ের দোকান দিসারী বস্ত্রালয় অবস্থানকালে মোটরসাইকেল যোগে দুই জন অজ্ঞাত নামা দুষ্কৃতিকারী আসে। তাহাদের মধ্যে এক জন দুষ্কৃতিকারী মোটরসাকেল চালু অবস্থা দোকানের সামনে অবস্থান করে অপর দুষ্কৃতিকারী উক্ত দোকানের মধ্যে প্রবেশ করিয়া আমার ছেলের নাম জিজ্ঞাসা করে। আমার ছেলে উত্তরে তাহার নাম প্রকাশ করে। তখন উক্ত দুষ্কৃতিকারী আমার ছেলেকে জিজ্ঞাসা করে আপনি কি চেয়ারম্যান ? উত্তরে আমার ছেলে বলে যে হ্যাঁ আমি ৩নং জল্লা ইউপির নির্বাচিত চেয়ারম্যান। এই কথা বলার সাথে সাথেই উক্ত দুষ্কৃতিকারী প্যান্টের ডান পকেটের মধ্যে থাকা পিস্তল/রিভলবার বাহির করিয়াই আমার ছেলের বাম গালে ১টি, ডান কানের নিচে ১টি, বাম বুকের উপরে ১টি, বাম বুকের নীচে ১টি, বাম হাতের কনুর উপরে ১টি, বাম হাতের কনুর নিচে ১টি গুলি করিয়া গুরুতর জখম করে। এসময় উপস্থিত সাক্ষী নিহার

হালদার ও অমিতাভ বাঁধা দিতে গেলে উক্ত দুস্কৃতিকারী তাহাদেরকেও খুনের উদ্দেশ্যে গুলি করিয়া গুরুতর জখম করে। সাক্ষীদের ডাক-চিৎকারে এবং গুলির শব্দ শুনিয়া অন্যান্য সাক্ষীসহ স্থানীয় লোকজন ঘটনাস্থলে আগাইয়া আসিতে শুরু করিলে উক্ত দুস্কৃতিকারী ফাঁকা গুলি করিতে করিতে মোটরসাইকেল যোগে কারফা বাজার হইতে পূর্ব দিকে চলিয়া যায়। পরবর্তীতে সাক্ষীরা সহ স্থানীয় লোকজন গুলিবিদ্ধ অবস্থায় আমার ছেলেকে এবং সাক্ষী নিহার হালদার ও অমিতাভকে চিকিৎসার জন্য আগৈলঝাড়া হাসপাতাল নিয়া গিয়া আমার ছেলের অবস্থা গুরুতর দেখিয়া তাহাকে উক্ত হাসপাতালে ভর্তি না করাইয়া দ্রুত উক্ত হাসপাতালের এম্বুলেন্স যোগে দ্রুত শের-ই-বাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়া যায় এবং সাক্ষী নিহার হালদারের উক্ত হাসপাতালে প্রাথমিক চিকিৎসা করাইয়া বরিশাল শের-ই-বাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে প্রেরন করেন। সাক্ষী অমিতাভ উক্ত হাসপাতালের প্রাথমিক চিকিৎসা গ্রহন করেন। আমার ছেলেকে শের-ই বাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত ডাক্তার আমার ছেলেকে মৃত ঘোষনা করেন। উল্লেখিত বিবাদীদের চলাফেরা ও আচার-আচরনে প্রতিয়মান হয় যে, বিবাদীগন পরস্পর যোগসাজসে পূর্ব পরিকল্পিতভাবে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সহয়তা করিয়া অজ্ঞাত নামা দুস্কৃতিকারীদের দ্বারা আমার ছেলেকে হত্যা করিয়াছে। আমার ছেলের মৃত্যুর বিষয়ে সাক্ষীদের নিকট হইতে বিস্তারিত জানিয়া শুনিয়া এবং আত্নীয় স্বজনদের সাথে আলাপ আলোচনা করিয়া এজাহার দায়ের করিতে বিলম্ব হইল।

অতএব, বিষয়টি এজাহার হিসাবে গন্য করিয়া আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে মর্জি হয়।

বিনীত

সুকলাল হালদার

(বীর মুক্তিযোদ্ধা সুকলাল হালদার)

০১৭৪৮-১১৬৫৬৪